সমকাল

তাং 31 MAY 2017

শিক্ষকদের বেতন-ভাতায় কেন এ বৈষম্য?

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

বরিশালের বিদ্যালয় শিক্ষকরা 'কেমন চাই শিক্ষা বাজেট' আলোচনার আয়োজন করেছিলেন ২৬ মে, শুক্রবার। ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনী কুমার টাউন হল ছিল বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে আসা নারী-পুরুষ শিক্ষকে পূর্ণ। আয়োজক বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ২০১৭-১৮ সালের নতুন বাজেটকে সামনে রেখে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে ছিল সার্বিক শিক্ষা ভাবনা। বিদ্যালয় শিক্ষকদের এ আয়োজন ছিল ব্যতিক্রমী এবং বাংলাদেশের সর্বত্র তা অনুসরণ হতেই পারে। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন চার কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে দুই কোটির মতো শিক্ষার্থী পড়ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। বাকিরা পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তাদের যারা পাঠদান করেন তাদের যেমন যোগ্যতা-দক্ষতা থাকতে হবে, তেমনি সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট সবাইকে নজর দিতে হবে তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধার প্রতি। নতুন প্রজন্মকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য এর একটিকেও উপেক্ষার উপায় নেই।

বরিশালে শিক্ষকদের সভায় উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং সেখানে 'শিক্ষার জন্য, শিক্ষকের জন্য' শিরোনামে একটি লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করি। এর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষক তাদের নানাবিধ সমস্যা এবং কষ্ট-বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, পহেলা বৈশাখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ এলো– প্রতিটি বিদ্যালয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করতে হবে। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। ধর্মান্ধ একটি গোষ্ঠী এ আয়োজনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। এর মোকাবেলা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি সহায়তার যে অনুরোধ করেছিল সেটা যথার্থ। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনের পারিবারিক-সামাজিক আনন্দ-উৎসবে অংশ না নিয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে। কিন্তু ওই শিক্ষক গভীর মনঃকষ্ট নিয়ে বলেন, শিক্ষকদের দিয়ে এমন সুন্দর আয়োজন করা হলো, অথচ তাদেরই সরকার বঞ্চিত করল প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বৈশাখী ভাতা থেকে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ ভাতা পেয়েছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পেয়েছেন।

কেন এ বৈষম্য, সে প্রশ্ন আরও অনেক শিক্ষক তুলেছেন। ত্রিশ বছরেরও বেশি চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক পদে থেকে বেতন-বাড়ি ভাড়া-চিকিৎসা ভাতা মিলে সর্বমোট প্রতি মাসে পান ২৯ হাজার টাকার মতো। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত একই সিলেবাস যে সরকারি বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয় তার প্রধান শিক্ষকের মাসিক বেতন-ভাতা ৬৪ থেকে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা ১৫ বছর চাকরি করে বেতন-ভাতা পায় ২২ হাজার টাকা, কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বেতন-ভাতা অর্ধলক্ষ টাকারও বেশি। প্রকৃতপক্ষে, সরকারি বিদ্যালয়ের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বেসরকারি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের সমান।

বরিশালের শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সমাবেশে বারবার এ ধরনের বৈষম্যের কথা বলছিলেন।

কেউ যুক্তি দেবেন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের যোগ্যতায় পার্থক্য। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে আদৌ পার্থক্য চোখে পড়ে কি? ক্যাডেট কলেজগুলো অনেক যাচাই-বাছাই করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। তাদের অবকাঠামো সুবিধা অনেক বেশি। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে গিয়ে অনেক সতর্ক থাকে। সরকারি বিদ্যালয়েও বিস্তর কড়াকড়ি। সে তুলনায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রভাবশালী বিভিন্ন মহলের চাপে কিছুটা ছাড় না দিলে যে চলে না! সেখানে কর্তৃত্ব থাকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এবং সমাজের প্রভাবশালী বিভিন্ন অংশের, যারা জনতোষণের নীতি পছন্দ করেন।

বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে একাধিক শিক্ষক বলেন, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয় একই বেসিক স্কেলে। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মূল বেতনের ৩৫-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া পান। তারা বৈশাখী ভাতা ছাড়াও বছরে মূল বেতনের সমপরিমাণ দুটি উৎসব ভাতা পান। সন্তানদের জন্যও ভাতা রয়েছে। তাদের প্রতি বছর বেতন বাড়ে ৫ শতাংশ করে। এ সবই যৌক্তিক এবং প্রয়োজনে আরও বাড়ানো উচিত। অন্যদিকে, বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গোটা কর্মজীবনে মাত্র একটি ইনক্রিমেন্ট– শ' দেড়েক টাকা! এ কেমন অবিচার!

আমরা এটাও জানি যে, দেশের ৯০-৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পড়ছে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে, সরকারি জিলা স্কুল কিংবা ঢাকার সরকারি ল্যাবরেটরি কিংবা মডেল স্কুল হাতেগোনা। সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ

বরিশালে 'কেমন চাই শিক্ষা বাজেট' সেমিনারে উপস্থিত শিক্ষকদের একাংশ

নিশ্চিত করা যে সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য, তাদের তো এ বৈষম্য দূর করতেই হবে।

বেসরকারি বিদ্যালয় শিক্ষকরা এসব সমস্যার সমাধান দেখেন শিক্ষা জাতীয়করণে। তাদের ভাষ্য– সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন, পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য সূত্র থেকে যাবতীয় আয় জমা পড়বে সরকারি ভাণ্ডারে। আর এ ভাণ্ডার থেকে সরকার মেটাবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ব্যয়। তারা মনে করেন, এ পথে চললে শিক্ষা জাতীয়করণ করা হলেও সরকারের মোট ব্যয় তেমন বাড়বে না। এটা হয়তো কিছুটা সরলীকরণ। কিন্তু বিষয়টি অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। বছরের পর বছর মোট জিডিপির মাত্র ২ শতাংশের মতো শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকার মতো। অথচ সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে নতুন প্রজন্মকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৭ থেকে ৮ শতাংশ বরাদ্দ চাই। এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আমরা যদি জিডিপির অন্তত ৩ শতাংশও বরাদ্দ করতে পারি, তাহলে আগামী অর্থবছরে শিক্ষা খাতে ব্যয় ৮০ হাজার কোটি টাকারও বেশি হবে। এর ফলে নতুন শিক্ষকদের আরও বেশি বেতন প্রদান সম্ভব হবে। সরকার তখন 'যত বেশি যোগ্যতা তত বেশি হারে বেতন' নীতি অনুসরণ করতে পারবে। তারা বলতে পারবে– শিক্ষা জীবনে যেসব ছাত্রছাত্রী সেরাদের মধ্যেও সেরা ছিল তাদেরই আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাই। তারা যেন বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে না গিয়ে, পুলিশ কিংবা কাস্টমস বিভাগে না গিয়ে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হয় সে জন্য বেতনসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তাদের উপযুক্ত বাসস্থান দেওয়া হবে, চিকিৎসা সুবিধা অনেক বাড়ানো হবে।

এটা ঠিক যে, জিডিপির ৩ শতাংশ কিংবা ৪ অথবা ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হলে আমাদের বাজেট ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার করা চাই। আমরা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি উন্নত বিশ্বের সারিতে বসার। এ জন্য প্রথম লক্ষ্য ঠিক করা হয় নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে উন্নীত হওয়া। সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এখন লক্ষ্য মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া। এখন যেভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বছরে ৭ শতাংশের বেশি অর্জন সম্ভব হচ্ছে, সেভাবে অগ্রসর হলে উন্নত দেশের সারিতে পৌছা অসম্ভব নয়। তবে এর একাধিক শর্ত রয়েছে– বিনিয়োগ বৃদ্ধি। আর এর উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ রাখতে হবে শিক্ষা খাতে। অন্যথায় উন্নত বিশ্বের সারিতে আসন মেলা কষ্টসাধ্য হবে।

শিক্ষকরা পাঠদানে আরও বেশি করে মনোযোগী তখনই হবেন, যখন তাদের আর্থিক দুর্দশা থাকবে না। এটা কেউ চাইবে না যে, শিক্ষা খাতে অদক্ষদের লালন-পালন করা হোক। সেরাদেরই আনতে হবে শিক্ষক হিসেবে। প্রশাসনেও চাই সেরাদের। সমাজের অন্য সব ক্ষেত্রেও এটাই কাম্য। আর তার জোগান আসতে পারে কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেরা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে। আমরা প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদপত্রে দেখি ভর্তিযুদ্ধের কথা। পর্যাপ্ত সংখ্যক 'ভালো' বা মানসম্পন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব তখন প্রকটভাবে ধরা পড়ে। একইভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবও আমরা দেখছি। আবার উদ্বেগজনক একটি চিত্রও নজরে পড়ছে– যত বেশি শিক্ষা তত বেশি বেকারত্ব। শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৯ শতাংশ, অথচ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের মধ্যে ২ শতাংশের কেছু বেশি। এ সমস্যা সমাধানের সঙ্গে কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত। আমরা উন্নত বিশ্বের সারিতে যেতে না পারলে সবার জন্য কাজ নিশ্চিত করতে পারব না। আর এটাও জানা যে, এই সারিতে নিজের যোগ্যতায় বসতে হলে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মানবসম্পদ খাতে। বরিশালের শিক্ষকরা তাদের 'কেমন চাই শিক্ষা বাজেট' বিষয়ক আলোচনা থেকে এ তাগিদই দিয়েছেন।

ajoydg@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে